Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

মানবিক বন্ধন সূত্রে প্রেম সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নারায়ণ গাঙ্গুলির গল্প

সুমন কর

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, মানবাজার ২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়(১৯১৮-১৯৭০) বাংলা সাহিত্য জগতে গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে বিশেষ রূপে পরিচিত। বিশেষত ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’ পত্রিকা কেন্দ্রিক সাহিত্যপর্বের পর বাংলা ছোটগল্প বিশেষ কয়েকজন নবীন লেখকদের হাত ধরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল; এই সময়পর্বে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জনপ্রিয় নাম। বাস্তব জীবনের কঠিন সংগ্রাম ও সত্যতার উপলব্ধি লেখকের গল্পে সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি সংযত ভাষায় মানবজীবনের বিচিত্র দিকগুলি দেখাতে সক্ষম ছিলেন। তাছাড়া মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সৃষ্ট সমাজবিকৃতি-মনুষ্যত্বহীনতার মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তিনি রোমান্টিকতার আদর্শকে জায়গা করে দিয়েছেন। তিনি গল্পের বিষয়বস্তুতে এনেছিলেন প্রকৃতির অনুষঙ্গ, যার আধারে মানবিক প্রেম-সম্পর্ক পেয়েছিল এক নতুন পরিচয়; তবে স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গ হাজির করে সেই প্রেম সম্পর্ক উচ্চতর মাধুর্য-এর স্পর্শ পেয়েছে বলা চলে। সুচিত্রা সেনচন্দ্রের ভাষায়-“মানবিক সংবেদনশীলতায় সান্দ্র তাঁর ছোটগল্প হয়ে উঠেছে সময়ের বিশ্বস্ত দলিল।”[১] রোমান্টিক আদর্শ ছিল লেখকের একটু অন্য রকমের, গোপাল হালদারের ভাষায়-“এ লেখকের মনের একটা ধর্ম আছে। তা রোমান্টিক, কিন্তু সে আকাশচারী বা বাতাস-বাহী সাহিত্য বিলাস মাত্র নয়।”[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা গল্প-সাহিত্যে জটিল মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রত্যাঘাত বড় বেশী করে গল্পের বিষয়ে স্থান করে নিতে শুরু করে। তিরিশের যুগের লেখকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল ব্যাপকভাবে বন্ধন মুক্তির চেষ্টা। রোমান্টিকতাকে সঙ্গে নিয়ে পুরাতনের একঘেয়েমিকে পরিত্যাগ করে, বাস্তব জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন স্বয়ং লেখক; আর সেই প্রসঙ্গেই মানব মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যার তত্ত্বানুসন্ধান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নর-নারীর প্রেমসম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত জনিত টানাপোড়েন, মানবিক সম্পর্কের সমুন্নত বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। প্রেমের স্পর্শে লেখক গল্পের ভাষায় এনেছিলেন রোমান্টিকতার নতুন রূপ। অনেক সময় নারী পুরুষের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের রূপচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

গল্পের ভাষায় এসেছে বিশেষ ব্যঞ্জনা। প্রেমের সফলতা-বিফলতা, বৈধতা-অবৈধতা ছাড়াও আরো নানা বিষয় নিয়ে গল্প রচনা করতে গিয়ে, গল্পকার জটিল মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। আসলে প্রেম বিষয়টিকে কোন সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে গেলেই বিভ্রান্ত হতে হয়। প্রেম বিষয়টি যতটা জটিল ততটা পরিমাণেই তা অপরিনামদর্শী।

গল্পকার উত্তরবঙ্গের মানুষ, গল্পে প্রকৃতির প্রাণময়তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন চিত্রপটের ন্যায় হাজির হয়েছে, ঠিক তেমনই ভাবে প্রকৃতি ভাবনার মধ্যে দিয়ে মানব মনের নানান প্রকাশভঙ্গীও তিনি অবলীলায় ঘটিয়েছিলেন। মূলত প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্র রূপের মধ্যে দিয়ে মানব চরিত্র ও মনকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন গল্পকার।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে সুখ সরলতার প্রেমাচ্ছবি নব মূল্য পায়, প্রকৃতির শান্ত রূপের মধ্যে দিয়ে প্রেম-আস্বাদনের সেই ছবি ধরা আছে 'ভোগবতী' গল্পে; শান্ত পরিবেশে সম্পর্কের ঐকান্তিক বন্ধন যে কতটা পুরু হয়ে ওঠে তার ছবি আছে এই গল্পে। গল্পকার চমৎকার বলেন-"...পাথরের আড়ালে আড়ালে উঁকি দিচ্ছে লজ্জাবতী।"[৩] এই লজ্জাবতী রূপী দুই বাস্তব চরিত্র হল সোনা ও সুখলাল, গল্পে নীলকণ্ঠ পাখী যুগলের অনুষঙ্গে যাদের সম্পর্কের সুস্থ বিকাশ ধরা পড়েছে। যুদ্ধ পীড়িত সমাজে সোনার অপমৃত্যু ও পুণ্য ভোগবতীর কারারুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে শুকলাল যে উষ্ণ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তা আসলে গাঢ় প্রেম সম্পর্কের উষ্ণ আলিঙ্গন। লেখক দেখাতে চাইলেন মানুষের সরল প্রেমানুভূতি যখন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পেষণে বিলীন হতে শুরু করে তখন প্রেম-সম্পর্কের নিদারুণ পরিণতির ছাপ চোখে এসে উপস্থিত হয়।

প্রকৃতির আড়ালে বিকশিত হওয়া মানবিক সম্পর্ক, হঠাৎ চরিত্র বদল করে আসে। কৈশোরে চপলমতি বন্যবালিকাকে দেখে মনে জেগেছিল রোমাঞ্চ মেশানো প্রতিশোধের ইচ্ছা, কিন্তু সে ইচ্ছাটা চরিতার্থ হয় নি বলেই বনতুলসীর কল্পনার সাথে তা মিলে যায়। প্রেমিক পুরুষটি নারী সত্ত্বাটিকে অদম্য রিরিংসার বসে বনতুলসীর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে, যার ফলে জাগ্রত হয় প্রেমের সর্বগ্রাসী রূপ। প্রকৃতির এই মায়াবী আমন্ত্রণ বিমলেন্দুকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলে যে, সে বলতে বাধ্য হয়-"আর ভালো মানুষের প্রেম"।[৪] ফ্রয়েডের মত অনুযায়ী একটি বিশেষ আবেগকে কেন্দ্র করে যদি লিবেডো সংবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ব্যক্তি সত্ত্বার সংগঠনটিই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তির পরবর্তী জীবনে মানসিক বিকারে আক্রান্ত হওয়া আসলে শৈশবকালিন লিবেডোর প্রতিচ্ছবি। আলোচ্য গল্পটিও আসলে শৈশবকালীন সুপ্ত যৌন-প্রবৃত্তি আহত হওয়ার

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

ফলশ্রুতিতে মগ্ন বিষয়ের রচনা। লেখক নিজে জানেন, প্রকৃতি ও প্রেম উভয়েই ভালো কিন্তু তথাপি উভয়ের আত্মবিলোপ এক চরম অবস্থার রচনা করে।

মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে লেখক বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। 'উন্মেষ' গল্পে আমরা দেখেছি মেয়ের মনে বোধের সঞ্চার ঘটাতে পিতা যে পথ গ্রহণ করেছিল তা ছিল বিকারের সামিল। ফ্রয়েডের মুখে আমরা শুনেছি, বিকারটাই নাকি মানব মনের স্বাভাবিক রূপ। লেখকও স্বার্থকভাবে আলোচ্য গল্পের মধ্যে দিয়ে সেই রূপ তুলে ধরলেন। আসলে জীবনে অধ্যাপনার সূত্রে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব বুঝেছিলেন আর ক্যানভাসে তারই প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলেন। গল্পকারের রচনার বিষয়ের অন্দরে যে প্রেম-সম্পর্কের কথা আছে, তা নিছক প্রেমমাত্র নয়, আসলে এরই মধ্যে দিয়ে জীবনের নতুন মাত্রা খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক মানব-মানবীর জীবনের জটিল রূপ-রহস্য তারই ভবিষ্যৎ জীবনের ফসলমাত্র। লেখক নিজে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন গল্পকার। এই সময় পর্বের লেখকদের সম্পর্কে লেখিকা মীরা ঘোষ বলেন-"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের গল্পে যে প্রেমের বুদ্ধিদীপ্ত আদর্শের পরিচয় পাই, যুদ্ধ যখন আমাদের দেশের দ্বারপ্রান্তে এসে রক্তবেশে দাঁড়ায়, তখন তার অভিঘাতে সেই প্রেম বুদ্ধির ভাবনা থেকে সরে এসে কঠোর সমাজ বাস্তবতার সম্মুখীন হয়।..."[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর গল্পে সমাজ ও জীবন বাস্তবতা প্রসঙ্গ একসূত্রে গেঁথে আছে।

সবুজ পরিবেশ-এ থেমে না থেকে, পরিবেশ-এর চিরচেনা প্রাণীসকল-কে গল্পকার মানুষের হৃদয়াবেগ অনুধাবনে ব্যবহার করলেন। 'সেই পাখিটা' গল্পে এক নাম না জানা পাখির আত্ম-উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে সঞ্জীব ও সুনন্দার ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক সূত্রের যাবতীয় ধোঁয়াশা দূর হয়ে গেছে। নীহারিকার প্রসঙ্গ সঙ্গে নিয়ে সঞ্জীবের দাম্পত্য সম্পর্কে এক স্বভাবসিদ্ধ দূরত্ব তৈরী হলেও, প্রেম সম্পের্কের সূক্ষ্ম অগ্রগতি তাতে থেমে ছিল না। গল্পকার চতুরতার সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে, পাখীর হিমেল পরিবেশ থেকে উষ্ণ পরিবেশে প্রবেশের আর্তিকে সুনন্দার হৃদয়ে সঞ্জীবের পুনঃ অনুপ্রবেশের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। "গিভ্ মি এ চান্স"[৬] - সঞ্জীবের এই একটি বাক্যই সুনন্দার হৃদয়ে পুনঃ রক্তক্ষরণ শুরু করায়; আর এই সুযোগেই পাখীটি উষ্ণ আলিঙ্গনের নির্ভয় পরিবেশ খুঁজে নেয়। সেই সঙ্গেই সুনন্দার বিগলিত হৃদরক্তের উষ্ণ প্রস্রবনে সঞ্জীব পুরোদমে সিক্ত হয়ে পড়ে। আসলে আনুশোচনায় দগ্ধ সঞ্জীবের মধ্যে মনুষ্যত্বের আলো দেখেই শেষ পর্যন্ত সুনন্দা সঞ্জীবকে কাছে টানতে চেয়েছে এবং দিতে চেয়েছে নারী হৃদয়ের গভীর আশ্রয়।

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

ব্যক্তি-অনুভূতির সহজ ভাবধারাটিকে নিরন্তরভাবে অন্যের হৃদয়ে পরিচালিত করতে চাওয়ার ইচ্ছাটুকু গোপনেই থেকে যায়। বাইরের অসংখ্য মশার ন্যায় চিন্তার পাহাড়, অপূর্বর সামান্য ভাবনাটিকে শান্তার কাছে বিকশিত হতে দেয় না, তাই-“সেই দরকারী কথাটা হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না অপূর্বর।”[৭]

প্রাকৃতিক সাহচর্যকে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বর সঙ্গে মিলিয়ে, প্রেমানুভূতির নতুন ছবি আঁকলেন গল্পকার ‘কুয়াশা’ ও ‘শেষ চূড়া’ গল্পের মধ্যে দিয়ে। স্বপ্নে দেখা কাঠবেড়ালী ও প্রজাপতির অনুষঙ্গসূচক তাৎপর্য ডাক্তার খুঁজে পেয়েছে, মঞ্জুর অগ্নিবর্ষণকারী চোখের জ্যোতিতে। লেখক বাস্তব সচেতন বলেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-য় মানব মনকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। মনস্তত্ত্ব একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং এই বিষয়ে লেখক সচেতন ছিলেন। তাই সে রাতে মঞ্জুর সাজানো গল্পকে মিথ্যে বলে জেনেও, ডাক্তার নিজ হৃদস্পন্দনের কোনো বিশেষ আহ্বানের সূত্রে তা স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু গল্পের শেষে এসে, সে রাতের নায়িকার আত্মবিশ্লেষণ ডাক্তার মানুষের হৃদস্পন্দনকে অন্যভাবে রণিত করেছে। সাংসারিক বন্ধনে নারাজ নায়িকা দৃপ্ত কণ্ঠে বলে-“দু দিন পরেই পালালুম বুড়োর খপ্পর থেকে।”[৮] কলুষতার পথ ছেড়ে মিথ্যে জীবন-এর আশ্রয়-কে দূরে রেখে কেন নায়িকা সত্ত্বাটি গ্রহণ করলেন না, সঠিক জীবনাদর্শ?-এই ছিল ডাক্তার মনের এক মাত্র জিজ্ঞাসা। নারী মনের এই অসহিষ্ণু মানসিকতার দিকটি তুলে ধরে, গল্পকার প্রতিনিধি চরিত্র ডাক্তারের মধ্যে দিয়ে সকল পাঠকের সামনে; মানবিক মনবৃত্তির গহিন ভাঁজকে বুঝে নিতে বললেন। গল্পে ডাক্তারের মনে জাগা রহস্যময় অনুভূতিটি পাঠকেরাও অনুধাবন করতে পারে। মঞ্জুর যৌন বিকৃতি জনিত মনস্তাত্ত্বিক রূপটি গল্পের কেন্দ্রে বিরাজিত।

ফাটলধরা পাথুরে সিঁড়ি ও পাখী ধরার অদম্য ইচ্ছা ভূপেন সেনকে স্বপ্নে যে রূপে চালিত করেছে, তারই সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব রূপ ধরা পড়ল, এণাক্ষী-র প্রতি ভূপেন সেন-এর মনগতির একনিষ্ঠ উচ্ছ্বাসের মধ্যে। ভূপেন সেন-এর অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ আছে গল্পে। এণাক্ষীর দিক হতে ‘জ্যাঠামশাই’ সূচক সম্বোধন-টির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ আনতে ও নিজস্ব পুরুষালী মেরুদন্ড-কে সক্রিয় প্রতিপন্ন করতে, দুর্গা পাহাড়ের পাথুরে সিঁড়ি টপকে শীর্ষদেশে ওঠার মতো প্রতিযোগী মানসিকতায় পরাজিত করতে চাইলেন সাতাশ বছরের ওই যুবক-কে; যার প্রতি এণাক্ষী অনুরক্ত। শীর্ষ চূড়ায় উঠে জীবনের ঘনান্ধকারে হারিয়ে যাওয়াটা যদিও স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে কিন্তু সেই স্থানে পৌঁছে যাওয়াটাই ভূপেন সেন-এর অবদমিত প্রেম অনুভূতির স্বরূপ-কেই স্পষ্ট করেছে।

গল্পকার প্রকৃতি সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা প্রেমানুভূতির আবেদনগুলিকে একটু অন্য পরিবেশে হাজির করলেন। এখানে গল্পের চরিত্ররা ব্যক্তি সম্পর্কের জটিল আবর্তে নিজেদের বিশ্লেষণ করেছে। ‘সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে’, পিতরি’, ‘হলদে চিঠি’, ‘দিনান্ত’, ‘হয়ত’-এর মত গল্পে মানব সম্পর্কের জটিল ভাঁজগুলি ফুটে উঠেছে। রুগ্ন ও দরিদ্রতা ক্লিষ্ট সংসারে বস্তির রত্ন সত্যভামা, ধীরেনের মধ্যে দিয়ে মুক্তির নতুন জগৎ খুঁজে নিতে চায়।

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

সমাজের রাক্ষুসে লোলুপতার ভিড়ে, ধীরেন-এর মধ্যে থাকা সরলতা যা সত্যভামার জন্য আজ বড়ই কাঙ্খিত। কিন্তু পিতৃঋণের প্রসঙ্গ আসতেই সব আকাঙ্খাগুলি কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে যায় সত্যভামার। বস্তির সত্যভামা-কে ধরা দিতেই হয় সমাজের লোলুপ প্রেতাত্মাগুলির লালসার কাছে। সত্যভামার কাছে অধরা থাকে সত্যিকারের প্রেম সম্পর্কের হাতছানি। আর্থিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু সমাজের কাছে প্রেম এলেও তা সুস্পষ্ট মর্যাদা পায় না বরং প্রেমের পতন-ই প্রধান হয়ে ওঠে। 'দিনান্ত'-এ এসে দেখি পরিবারতন্ত্রের বিষাক্ত খোঁচায় অমিতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিমাংশু, নিজের কথা রাখতে পারে না, অথচ এই হিমাংশুর গলায় একদিন শোনা গিয়েছিল এক তীব্র সক্রিয়তা-"একলা যাব না-তোমাকে নিয়ে যাব।"[৯] পূর্ব পরিচিতা অমিতা আজ প্রিন্সিপ্যাল-এর স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হয়ে, হিমাংশুকে চিনতেও চায় না; তাই লোকচক্ষুর ধারাল আঘাত থেকে নিজেকে লুকাতে হিমাংশুকে বেছে নিতে হয় অশরীরীদের অন্ধকারচ্ছন্ন আস্তানা। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অপারগ হিমাংশু আজ ব্যর্থ প্রেম সম্পর্কের নিহত প্রতিনিধি। আহত প্রেম সম্পর্কের অন্তিম পরিণতি-ই হল গল্পের ভবিতব্য। প্রেমাদর্শের শিকড় এই গল্পের অন্দরে মজুত আছে। 'হলদে চিঠি'-র মোড়কের অন্তরালে থাকা অক্ষরগুলি, জীবনের চেনা ঘাঁটিগুলিকে দূরে ঠেলে দিয়ে অনিন্দ্যকে শিখিয়েছে সমাজে-"চাকরি-টাকা-স্বার্থ"[১০]-এর মূল্য; যার সত্যতা প্রেম সম্পর্কের মধ্যেও উজ্জ্বল। তাই তো নমিতা অনিন্দ্যর চাকরীর খবর পেয়েও, তেমন খুশী হতে পারে না; কারণ এতে নমিতার ব্যক্তিস্বার্থ কলকাতার বাইরে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা আছে। তাই অনিন্দ্যর ব্যক্তি উপলব্ধি স্পষ্ট শোনা যায়-"অনেক বেলা হয়ে গেছে, আসি আজকে।"[১১]–এমন বাক্যের মধ্যে। চাকুরী বৃত্তের মাঝে প্রেম সম্পর্ক যে কতটা ফ্যাকাশে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে এমন অনুভূতিতে। এ গল্পে প্রেমের সমাপ্তি ঘটেছে স্বার্থের অপঘাতে আর প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে তৈরি হয়েছে মানসিক ব্যবধান। সহজ প্রেম সম্পর্কের দুই ভিন্নরূপ তুলে ধরলেন গল্পকার 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে' ও 'হয়ত' নামক গল্পদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে। প্রেমানুভূতি যদি মোহের জ্বালে জড়ানো হয়, তবে সব মোহের অবসান কালে; প্রেমিক সত্ত্বায় জাগ্রত হওয়া নগ্নতা সেই সম্পর্কের অস্বস্তিকে বড় বাড়িয়ে তোলে। মনে জাগে প্রশ্ন-"সেই সম্পূর্ণ নগ্নতাকে তুমি আমি কি স্বীকার করতে পারব, সইতে পারব, ক্ষমায় প্রেমে ধন্য করে নিতে পারব?"[১২] এই প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচতে সদ্য পাওয়া নতুন স্বীকৃতির চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে হয় হিমানীকে। অস্বস্তির অবসান হয় সম্পর্কের অবসান হওয়ার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু হঠাৎ দর্শন পুনরায় সেই ভুলতে বসা সম্পর্কে একরাশ অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। তাই তো দীর্ঘ ছ'বছর পরেও মঞ্জুশ্রী মর্যাদা দেয় সুদেবের দেওয়া স্বীকৃতির চিহ্নকে। ডিভোর্স ছিল সময়ের দাবি কিন্তু অন্তর সর্বদা খুঁজেছে পুরাতন সম্পর্কের মধুর স্বাদ আস্বাদনের উপযুক্ত মুহূর্ত, যা পাওয়া গেল ট্রেনের কামরার মাঝে। দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মঞ্জুশ্রী নিজের মনের দেবতাকে পুজো দিয়ে বসল। এটাই হল ঐকান্তিক প্রেম সম্পর্কের মূল তাৎপর্য, যার দাবি পুরাতন হলে আরও বেড়ে যায়।

মানব সম্পর্কের সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ-কে দেশপ্রেমের মত আদর্শের আধারে দাঁড় করিয়ে, তাকে নতুন রূপ দিলেন গল্পকার 'বনজ্যোৎস্না' গল্পে। পাহাড়ী প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতাকামী দেশভক্ত নায়কের প্রেমকে পূর্ণতা দিতে

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

গল্পের নায়িকা নিজের যৌবনকে বাজী রেখেছে কিন্তু প্রেমাস্পদকে ধরে রাখতে পারেনি। প্রিয়তম পিতমের জন্য অপেক্ষারত শিউকুমারীর সামনে এসে দাঁড়ায় বিপ্লবী মহিতোষ। সবটুকু জেনেও মহিতোষের আদর্শকে সম্মান জানানোর দায়িত্ব নিয়েছে শিউকুমারী নিজে, তাঁর কণ্ঠে "স্বাধীন বাঙালি"[১৩] কথাটা আলাদা মূল্য পেয়েছে; আর সেই সূত্র ধরেই মহিতোষের মনে জেগেছে এমন শিকারকে জয় করার তীব্র ইচ্ছে। কিন্তু এ হেন চিন্তা তার সাধনা পথের পরিপন্থী জেনেও শিউকে সঙ্গে নিয়ে অন্য জগৎ গড়তে চায় মহিতোষ। প্রিয়তমকে গ্রেপ্তারী থেকে বাঁচাতে, তখন বলদেওর হাতে এক রাতের লাঞ্ছনা মেনে নিতে আর ভয় করেনা শিউর, সামনে সে যে ততক্ষণে মুক্তির পথ দেখে নিয়েছে। কিন্তু অরণ্য মাঝে যেমন ভাবে হঠাৎ দাবাগ্নি জাগে, ঠিক সে ভাবেই সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে মুছে দিতে মহিতোষের সামনে তখন অরবিন্দ, যার দেশপ্রেমসুলভ তেজদীপ্তির কাছে শিউর প্রেমানুভূতি জনিত আত্মত্যাগ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। গল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামী মহীতোষের চেতনা ও বন্য বালার প্রেমানুভূতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। দেশপ্রেমসুলভ মহান আদর্শের মধ্যে দিয়ে তখন মানবিক প্রেম সমুন্নতি লাভ করেছে। লেখক শৈশবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন, নিজের স্বীকারোক্তিতে 'দেশ' পত্রিকায় তিনি জানান-"...সেদিনের বালক মনে তখন একটিমাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম ধরতে হয় তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।"[১৪] গল্পে লেখকের নিজ সংকল্পের ছাপ স্পষ্ট।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষায়-"নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সদা প্রবুদ্ধ ঐতিহাসিক চেতনা এই সুন্দর মহিমান্বিত অতীতকে বাঁচাইয়া তুলিয়া আধুনিক জীবনে ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অথচ নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল প্রভাবটি পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে।"[১৫] লেখকের নিজের ভাষায়-"রোমান্টিক মননের আলোয় প্রকৃতি এক অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে মন্ডিত হয়-কামনা প্রেমের জ্যোর্তিময় মুক্তি লাভ করে, দেহ পায় দেহাতীতের বর্ণালি, জীবনের মুহূর্তগুলি সুরভিতে মনহর হয়ে ওঠে।"[১৬] আসলে রোমান্টিক প্রেমানুভূতি এমন এক বিষয় যা, হৃদয়কে জীবনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে এবং বন্ধনের মধ্যে এনে দেয় মুক্তির ব্যাকুলতা; এরই সূত্রে জীবনের তুচ্ছতার পরিসরে বিরাটত্বের সন্ধান মেলে।

গল্পগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের নজর কেড়েছে। আসলে 'মনস্তাত্ত্বিক গল্প রচনার উৎসমুখ উদ্‌ঘাটিত করেছেন হেনরি জেমস।'[১৭] বাংলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষেত্রে দিকপাল পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত। মনোবিকার জনিত নগ্ন অশ্লীলতা নয় বরঞ্চ মানব মনের জটিল তত্ত্ব নিয়ে গল্পগুলি লেখক রচনা করেছেন। সর্বোপরি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাপেক্ষে লেখকের মমত্ববোধ-ই প্রধান্য পেয়েছে, যা গল্পগুলিকে নিটোল রসবোধে পরিপূর্ণ করেছে।

রোমান্টিকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক বলেন-"প্রত্যেক লেখকের প্রতিটি গল্পই কোনো না কোনো দিক থেকে তার আত্মআরোপ।"[১৮] একদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

"...বিষয় প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয়, তাহলে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।"[১৯] বিশ্বযুদ্ধের এক জটিল সময়ে মানবিক প্রেম সম্পর্কগুলিকে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে; হৃদয়াবেগের নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেম সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা যে কত গভীরভাবে উন্মোচিত হয়, তা সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করলেন লেখক; এরই সূত্র ধরে নারায়ণ গাঙ্গুলির গল্পে ধরা পড়ল মানব মনের আত্মবিশ্লেষণের নতুন এক পর্যায়।

তথ্য-সূচী

১. ড. সুচিত্রা সেনচন্দ্র,নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: 'সময়ের দর্পন': সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮, পৃ.৪৪১

২. গোপাল হালদার: 'কালি ও কলম' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের-"গল্প সমগ্র(দ্বিতীয় খন্ড)", মিত্র এবং ঘোষ পাবলিশার্স,পৃষ্ঠা-৫

৪. তদেব পৃষ্ঠা-২১

৫.'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথা সাহিত্য ১৯৩৯-১৯৪৫' মিরা ঘোষ, পৃ. ২৪৯-২৫০

৬.নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের-"গল্প সমগ্র(দ্বিতীয় খন্ড)", মিত্র এবং ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৬৫

৭.তদেব পৃষ্ঠা-২৫৬

৮.তদেব পৃষ্ঠা-১৪৭

৯.তদেব পৃষ্ঠা-২৬৭

১০.তদেব পৃষ্ঠা-১৫৭

১১.তদেব পৃষ্ঠা-১৫৭

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

১২.তদেব পৃষ্ঠা-১৩৭

১৩.তদেব পৃষ্ঠা-২৭৬

১৪.ভাষাপ্রকাশ নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পমালা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ গল্প; ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি২০১৬, পৃ.২০৩-২০৬

১৫.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা': চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৯, পৃ. ৬১৬

১৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: সাহিত্যে ছোটগল্প:প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, পৃ. ২৮৪

১৭.রথীন্দ্রনাথ রায়:'ছোটগল্পের কথা' প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯, পৃ. ১৭৫

১৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'কী নিয়ে কাকে নিয়ে গল্প': অমৃত পত্রিকা,২৪ শে বৈশাখ ১৩৭৭; ১০ম বর্ষ, ১ম খন্ড

১৯.অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত: 'কল্লোলযুগ': প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃ. ৩২৭